যুগান্তর

তারিখ 5 JUL 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ইংরেজি মাধ্যম স্কুল নিয়ে রমরমা বাণিজ্য

এম মামুন হোসেন

শহর কেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা দিন দিন প্রসার পাচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে দেশে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। সন্তানকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াতে বাবা-মার অতিরিক্ত আগ্রহের কারণে সারাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। আর অভিভাবকদের এই অতি উৎসাহকে কাজে লাগাচ্ছে এক শ্রেণীর মুনাফালোভী ব্যবসায়ী। ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে ১৫ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত ভর্তি ফি নেয়া হয়। এছাড়া বেতন, বার্ষিক ফি ও উন্নয়ন ফান্ডের নামে নেয়া হয় আরো অনেক টাকা।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বর্তমানে দেশে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। অভিযোগ আছে, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর বেতন ও অন্যান্য ফি নিয়ে কোনো সরকারি নীতিমালা না থাকায় স্কুলগুলো নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ইচ্ছামতো টাকা নিচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগেও মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষক নিয়োগে স্কুলগুলো নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে। কখনো কখনো বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণভাবেই নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া যে হারে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে ইংরেজিতে দক্ষ শিক্ষক সে পরিমাণে না পাওয়ায় শিক্ষক ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে এসব স্কুলে। অনেক স্কুলে তাই পার্টটাইম শিক্ষক দেখা গেছে।

১৯৬২ সালের বেসরকারি স্কুল অর্ডিন্যান্সের আওতায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো পড়েছে। এ অর্ডিন্যান্সের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১৯৮৯, ১৯৯৯ এবং সর্বশেষ ২০০১ সালে সংশোধনী আনা হয়েছে। এ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। তবে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশনবিহীন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রথম সারির কয়েকটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের মধ্যে আইএসডি, মাস্টার মাইন্ড, ডিআইটি, সানবীম, সানিডেল, স্কলাসটিকা, সাউথব্রিজ, আগা খান, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল অন্যতম। এসব স্কুলে সাধারণত বৃটিশ কারিকুলাম অনুসারে পাঠ দেয়া হয়। এসব স্কুলে প্রতি ক্লাসে ৩০-৩৫ জনের বেশি শিক্ষার্থী রাখা হয় না। প্রয়োজনে কয়েকটি শাখা করা হয়। এসব স্কুল থেকে বের হয়ে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যায়। অন্যরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।

স্কুলগুলো সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অফ ঢাকার (আইএসডি) ভর্তি ফি প্রায় ৬ থেকে ৮ লাখ টাকা। সানিডেল স্কুলের ভর্তি ফি ৪০ হাজার টাকা, বার্ষিক ফি ১২ হাজার ও বেতন ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা। স্কলাস্টিকা, সাউথ ব্রিজ, মাস্টার মাইন্ডে ডোনেশন ফি ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা। স্কুলগুলোতে বেতন শুরু হয় সাড়ে তিন হাজার টাকা থেকে। বেতনের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ১৫ শ থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত। এছাড়া বার্ষিক ফি নেয়া হয় সর্বনিম্ন ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর বেতন অত্যন্ত বেশি হওয়ায় উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের সন্তান ছাড়া বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কেউ এখানে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না। তবে ইদানীং শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামর্থ্যের বাইরে হলেও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করাতে আগ্রহী হচ্ছে। এ বিষয়ে ইংরেজি স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক জুলেখা খান বলেন, সন্তানের ভালো শিক্ষার জন্য চড়া বেতন দিয়েও পড়াতে হচ্ছে। সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এ বাড়তি চাপ পোহাতে হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, যে পরিমাণ টাকা স্কুলগুলো নিচ্ছে সে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে না।

বেশিরভাগ ইংরেজি মাধ্যম স্কুল বৃটিশ কারিকুলাম ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া কিছু স্কুল কেমব্রিজ কারিকুলাম অনুসরণ করছে। শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের এসএসসির সমমান ও-লেভেল এবং এইচএসসির সমমানের এ-লেভেল পরীক্ষায় বৃটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে অংশ নেয়। এসব পরীক্ষার নাম্বার বণ্টন হয় বৃটেনের ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের তত্ত্বাবধানে। ইংরেজি শিক্ষায় দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ থাকছে না। দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য শেখার সুযোগ সৃষ্টি করতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য ছয়টি বিষয় বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছে। সরকার আগামী শিক্ষা বছর থেকেই শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা বাংলা, নৈতিকতা শিক্ষা, বাংলাদেশের পরিচিতি/বাংলাদেশের ইতিহাস বিষয়গুলো পড়তে হবে। এ বিষয়ের সিলেবাস এবং পাঠ্যবই অভিন্ন থাকবে।

> **১৫ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত ভর্তি ফি নেয়া হয়। এছাড়া বেতন, বার্ষিক ফি, ও উন্নয়ন ফান্ডের নামে নেয়া হয় আরো অনেক টাকা**

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, শিক্ষাকে কোনো অবস্থাতেই পণ্য করা যাবে না। শিক্ষা নিয়ে কেউ যেন ব্যবসা করতে না পারে সেজন্য শিক্ষানীতিতে সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাস্তব জীবনে অন্যান্য মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, বিভিন্ন মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনতে শিক্ষানীতিতে সব মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের জন্য অভিন্ন কিছু বিষয় পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে করে একটি জনসমতা আসবে।